নারী শিক্ষায় আনোয়ারা গার্লস কলেজ

■ **মোকলেছুর রহমান**, *ধামরাই (ঢাকা)*

ধামরাই সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে প্রত্যন্ত গ্রামের নাম রাজাপুর। এ গ্রামের আশপাশের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে নেই কোনো কলেজ। সেখানকার ধনী পরিবারের মেয়েরা শহরে বসবাস করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও পিছিয়ে ছিল হত-দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা। তাই তাদের ঘরে উচ্চশিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মায়ের নামে একটি গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ওই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আলীম খান সেলিম।

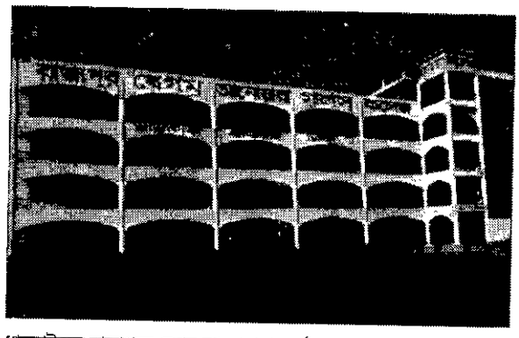

ধামরাইয়ের রাজাপুরে বেগম আনোয়ারা গার্লস কলেজ ভবন ■ সমকাল

ধামরাইয়ের চৌহাট ইউনিয়নসহ আশপাশের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কোনো কলেজ না থাকায় নারী শিক্ষা পিছিয়ে পড়েছিল। অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেও যাতায়াত এবং অর্থের অভাবে পিছিয়ে যেত এবং অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে দেওয়া হতো। এসব শিক্ষার্থীর কথা ভেবেই মেঘনা ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আলীম খান সেলিম তার মা বেগম আনোয়ারার নামে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এ গার্লস কলেজটি। ধামরাই উপজেলার মধ্যে এটিই একমাত্র গার্লস কলেজ। বর্তমানে কলেজে সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থী রয়েছে। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ধামরাই উপজেলার সাতটি কলেজের মধ্যে বেগম আনোয়ারা গার্লস কলেজের পাসের হার ছিল শীর্ষে।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আলীম খান সেলিম বলেন, ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল মেয়েদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

অধ্যক্ষ আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, চারতলা বিশিষ্ট ভবনের এ কলেজটি চার বছর পার করলেও এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। ১৩ শিক্ষকসহ ২৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। এসব শিক্ষক-কর্মচারীর পুরো বেতনই বহন করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আলীম খান সেলিম।